১৭ সংখ্যা

সংখ্যা।

পঞ্চম বেদ

বা

মহাভারত

নাট্যকাব্য।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিরচিত।

২১নং বিডনষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ॥"

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

Calcutta:

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS.

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 21, Beadon Street, E. C.

1900.

দ্রৌপদীর বাণী, কারো কি শ্রবণ-মূলে
পশিছেনা আসি ? শৃগালের প্রায় হেন
ভীত প্রাণে প্রাণে ? কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব,
জ্ঞানী অন্ধরাজ, ধীমান্ বিদুর, কৃপ,
দ্রোণাচার্য্য আদি—কেমনে রসনা বদ্ধ
করি, শ্রবণ নয়ন আবরিয়ে স্থাণু
সম আছেন বসিয়ে ? বুঝিতে না পারি !
কৃষ্ণার প্রকৃত প্রশ্নে সদুত্তর দিতে—
কারো কি সাহস নাই চিতে ? একি একি
দৈব-দুর্ব্বিপাক ! হইল পাষাণ মূর্ত্তি
রাজন্য-সমাজে ? কেন তবে বজ্রাঘাত
না হয় পতিত এই কৌরবী-সমাজে ?
কিন্তু শুন, যদি কেহ থাকহে পুরুষ—
সম্পন্ন পুরুষকার মনুজ-সত্তম,
আমার এ প্রশ্নে ত্বরা দিন সদুত্তর।
সাধুজন সর্ব্বদাই কহেন এ বাণী,
চতুর্ব্বিধ রাজার ব্যসন ; প্রথমতঃ
মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, দুরোদর
তৃতীয়ের স্থলে, চতুর্থতঃ অনুরাগ
অভব্য বিষয়ে। এ সকলে অনুরাগী
হ'লে, নর-নামধেয়গণে ধর্ম্মপদ
হ'তে এককালে হ'ন দূরীভূত ;
এহেন ব্যসন-রত যেই জ্ঞানহীন,
প্রামাণিক গণনীয় নহে সে কদাচ।
তারপর যুধিষ্ঠির হইয়া আহূত—
হ'য়েছেন পরাজিত অন্যায় কৌশলে।
বিশেষতঃ অনিন্দ্য সুশীলা বরাননী
এই দেবী যাজ্ঞসেনী পাণ্ডব-ঘরণী,

পাণ্ডবের সাধারণী নারী, পঞ্চজনে
করিয়াছে ধর্ম্মতঃ বিবাহ; যুধিষ্ঠির
কেমনে রাখেন পণ? কহ সুধীজন!
তারপর ভেবে দেখ সবে, ধর্ম্মরাজ
আগে নিজে হ'য়ে পরাজিত, হইলেন
সত্ব-বিবর্জ্জিত; তবে কহ, কোন্ মতে
কৃষ্ণারে রাখেন পণ? সুবিচার কর—
ওহে বিচারকগণ! জয়লব্ধ কিসে
যাজ্ঞসেনী? কেমনে হে কৌরব-কিঙ্করী
বলি কর উপহাস? কহ, কোন্ মতে
কোন্ পশু-বুদ্ধি বলে—ঘরের নারীরে
কেশে ধরি প্রকাশ্য সভায় টানি আনি—
বিবস্ত্রা করিতে চাহ? ছি ছি! লজ্জা নাই?
স্ত্রীলোকের লজ্জা-বাস কর আকর্ষণ?
মানুষ এমন পশু, হেন অন্ধ হয়,
প্রকাশ্য সভায় হেন নারী অপমান,
এ জগৎ সৃষ্টি হ'য়ে দেখেছে কে কভু?
আর্য্য ব'লে কেমনে হে দাও পরিচয়?
কেমনে দেখাবে মুখ পুনঃ লোকালয়ে?"

বিকর্ণের সুযুক্তি-সঙ্গত সাধুভাবে,
সভাস্থিত সাধুপ্রাণ সজ্জন-মণ্ডলী,
অবিশ্রান্ত সাধুবাদ করিলা বর্ষণ;
দুর্য্যোধন শকুনিরে সহস্র ধিক্কারে,
সভামাঝে উঠিল তুমুল কোলাহল!!

এতক্ষণ অঙ্গরাজ ছিল হাস্যমুখে,
দ্রৌপদীর অপমান কাতর চীৎকারে
আছিল আনন্দময় অতি; কিন্তু শুনি
বিকর্ণের বাণী, হেরি স্পষ্টবাদিতায়,

ক্ষোভক্রোধে হইয়া অস্থির, বিকর্ণের
বাহুদ্বয় ধরিয়া ধারণ, কহিলেন ;—
"থাম থাম! চুপ কর অভব্য বালক!
সহ্য নাহি হয় তব বাক্য আড়ম্বর!
ধর্ম্মের কি জান মর্ম্ম ওহে জ্ঞানহীন?
দ্রৌপদীর দুর্দ্দশায় সবে তুষ্ট অতি,
সকলে উচিত কর্ম্ম ভাবি—আছে স্থির,
তুমি কেন মধ্যস্থলে হ'তেছ উদিত?
এ সভায় বহু বহু আছেন সদ্‌জ্ঞানী,
কিন্তু দেখ, সকলেই আছেন নীরব!
যেহেতু পাঞ্চালী ধর্ম্মতঃ বিজীতা আজি,
দাসীপদে নিয়োজিতা প্রকৃত দ্রৌপদী ;
এর তত্ত্ব তুমি কি জানিবে হে বালক?
মহারাজ দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তব,
তাঁর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ, একান্তই
অনুচিত তব। ভাল, এস তর্ক কর ;—
দ্রৌপদী অজিত কিসে? যেহেতু আপনি
যুধিষ্ঠির স্বইচ্ছায় রাখিয়াছে পণ,
জয়লব্ধ তবে কেন নয় যাজ্ঞসেনী?
সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে যবে যুধিষ্ঠির,
দ্রৌপদী কি সর্ব্বস্বের অংশীভূতা নহে?
সসাগরা বসুন্ধরা সনে—যে আপনি
সমস্ত অক্ষয়-কোষ লুটা'ল দু'হাতে ;
তবে বল এটাও অন্যায় কাজ তার?
তব মতে দ্রৌপদী নির্জিতা নহে যবে,
তবে বল পাণ্ডবও নহে পরাজিত?
যেমন বালক তুমি, বুদ্ধি সেইরূপ ;
বিকর্ণ অজ্ঞান হেন নাহি জানিতাম।

পাঞ্চালীরে কেশে ধরি বীর দুঃশাসন
আনিয়াছে এই সভামাঝে, তাহে দোষ
কিবা ? অসতী যে বেশ্যার অধম, যেবা
পাঁচজনে দেহ প্রাণ ক'রেছে প্রদান, ছি ছি !
পঞ্চভোগ্যা যেই নারী কুল-কলঙ্কিনী,
তাহারে সভার মাঝে বিবস্ত্রা করিতে—
কিসের ধর্ম্মের ভয়, লাজ কিসে তায় ?
বেশ্যা হ'বে বিবসনা পুরুষ সম্মুখে,
এত তার সৌভাগ্য বিশেষ ? তারপর
দেখ দেখ, পাণ্ডব কীদৃশ লজ্জাহীন !
পথের ধূলির প্রতি নাহি যার কিছু
অধিকার, ধূলি চেয়ে যেবা মূল্যহীন,
সে কেমনে এখনো বসন ভূষা পরি
রাজবেশে আছে বসি বুঝিতে না পারি।"
কর্ণের বিষাক্ত শল্যসম বাক্যরাশি
আকর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণ, আহা !
সেই অনুপম রাজবেশ, মহামূল্য
কিরীট সুন্দর, মনোহর অলঙ্কার,
ঘৃণায় তখনি ত্বরা করি উন্মোচিত,
দাসবেশে বসিলেন দাসের আসনে।
এদিকেতে মহাপাপী দুষ্ট দুঃশাসন,
দ্রৌপদীর অঞ্চল-বসন—আকর্ষণ
করে মহাবেগে ! দুর্জ্জন উলঙ্গ করে—
আর বুঝি পাঞ্চালীর নাহি পরিত্রাণ।
একবস্ত্রা সতী আজি হয় উলঙ্গিনী,
কৃষ্ণা-পানে কেহ নাহি চায় ; হায় হায় !
অশ্রুর তরঙ্গ বহে যায় সভাতলে।
তখন সে যাজ্ঞসেনী হ'য়ে মৃতপ্রায়,

'বিষম লজ্জায় যন্ত্রণায়—জানুদ্বয়
'করি সঙ্কুচিত, নারীধর্ম্ম সংরক্ষণ
করিবার আশে, ওহো! কুরঙ্গিনী-ত্রাসে
মর্ম্মভেদী হাহাকার তুলি উচ্চস্বরে,
বক্ষে করি করাঘাত কহিলা কাতরে ;—
"এ সময়ে কোথা তুমি শ্রীমধুসূদন!
এস এস রক্ষা কর তোমার দাসীরে,
পাপিষ্ঠ উলঙ্গ করে মহাসভা মাঝে ;
কোথা তুমি হে দ্বারকাপতি! কোথা—কোথা—
গোপীজন-বল্লভ মাধব জনার্দ্দন!
মনের হে মনোময় প্রাণময় ধন!
আমি যে তোমার সখী—তোমার আশ্রিতা ;
কোথা তুমি রমানাথ, কোথা ব্রজনাথ?
দ্রৌপদীর রাখ লজ্জা লজ্জা-নিবারণ ;
সতীধর্ম্ম ভেসে যায় অধর্ম্ম-প্রবাহে,
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ অনন্ত-দয়াল?
দেখ দেখ, পড়িয়াছি কৌরব-সাগরে ;
শ্রীপদ-তরণী দিয়ে রক্ষা কর আসি।
দাসীরে কেমনে ভুলে আছ উদ্ধারিন্?
হা কৃষ্ণ! হা বিশ্বাত্মন্!! হা বিশ্ব-ভাবন!!!
একবার এসে দেখ আসন্ন-সঙ্কটে ;
বিপন্না-বামার প্রতি, হা হা রমাপতি!
তুমি না রক্ষিলে আর কে আছে সংসারে?
রণে বনে দুর্গমে সঙ্কটে, সর্ব্বস্থলে
অসীম করুণা তব পাণ্ডবের প্রতি ;
আজি দেখ, তোমার সে আশ্রিত পাণ্ডব,
দীন হীন দাস প্রায় বসি হীনাসনে—
কাতরে তোমায় ডাকে এ ঘোর বিপাকে!

বড় দায়ে পড়েছি কেশব! একবার
মুখ তুলে চাও অনাথা কৃষ্ণার প্রতি!
লজ্জা রাখ—লজ্জা রাখ—লজ্জা-নিবারণ!"
এরূপে রোরুদ্যমানা কাতরা পাঞ্চালী
জানুপাতি, করযোড়ে—হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখ
প্রাণ ভ'রে ডাকিছেন কৃষ্ণ দীননাথে।
সভাস্থল বজ্রাহত, সম্পূর্ণ নীরব!
সূচী পতনের শব্দে চমকে হৃদয়,
অতীব বীভৎস দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর!
রমণীর হেন অপমান, দেখেছে কি কেহ
সৃষ্ট হ'য়ে এ জগৎ? বুঝি কৃষ্ণ মনো-
ময়, কৃষ্ণার মনের ডাক শুনে, বুঝি
অকূল-পাথার হ'তে কৃষ্ণারে তারিতে,
প্রাণ-প্রিয়া কমলারে বিরহে কাঁদায়ে,
বিষ্ণুভাবে আবির্ভূত হ'য়েন অম্বরে।
এখনো কি কৃষ্ণার পরীক্ষা? এখনো কি
দ্রৌপদীর অপমান উঠেনি চরমে?
তবে কেন পাণ্ডবের সখা দীননাথ—
আজি এই অনাথ পাণ্ডবগণে নাহি
ল'ন কোলে? দ্রৌপদী ভাসিছে অশ্রুজলে,
পীতাম্বর পীতাঞ্চলে কেন না মুছা'ন?
দ্রৌপদীর হেন অপমান? ভগবান
ধর্ম্মরাজ! কোথা তুমি এ বিপত্তি কালে?
দেখ ধুরন্ধর-পুত্র তব বসি' ভূমি-
তলে, সেই রাজসূয়-যজ্ঞকারী, আহা!
ভারত-সম্রাট, যুধিষ্ঠির দাসভাবে।
ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী দ্রৌপদী মহিষী,
লজ্জাভয়ে প্রাণভয়ে ডাকেছে তোমায়।

•হরি হরি! সব সত্য—সব সত্য, ওহো
•ধর্ম্ম কভু মিথ্যা নয় ধর্ম্মের জগতে;
ওই দেখ, দেখরে নয়ন, ধর্ম্মের কি
অতুল মহিমা! কি আশ্চর্য্য দেখ দেখ!
দেখরে দেখরে দুঃশাসন! দুর্য্যোধন!
দেখ দেখ নরাধম বন্ধুগণ সনে,
যত করে আকর্ষণ কৃষ্ণার বসন,
ততই বর্দ্ধিত হয়, কি আশ্চর্য্য খেলা!
কার সাধ্য বিবসনা করে, কৃষ্ণা হেন
ললনারে? নানা রাগ-রঞ্জিত বসন,
দ্রৌপদীর কটীদেশ হ'তে ক্রমে বাড়ে;
যত করে আকর্ষণ পাপী দুঃশাসন।
সভামাঝে উঠিল তুমুল কোলাহল;
একি একি আশ্চর্য্য ঘটনা! একি একি
ধর্ম্মের মহিমা!! হইলনা বিবসনা
পাণ্ডব-ললনা দেবী দ্রুপদ-নন্দিনী।
প্রখর নিশ্বাস ছাড়ি গভীর গর্জ্জনে
রাগোন্মত্ত মহাবলী পবন-নন্দন,
ক্রোধভরে বিস্ফুরিত করি ওষ্ঠদ্বয়,
করে কর করি নিস্পেষণ, অভিশাপ
জলন্ত ভাষায় নিনাদিলা মর্ম্মোচ্ছ্বাসে;—
"শুন শুন লোকপাল ক্ষত্রিয় সকল!
ভদ্রাভদ্র সাধারণ যে আছ সভায়,
প্রাণ দিয়ে আঁখি দিয়ে সবে দেখ চেয়ে,
কুলবতী ললনার কি ঘোর দুর্দ্দশা!
স্বপ্নেও দেখেছ কভু এহেন ব্যাপার?
হেন পশ্বাচার, হেন অমানুষাচার,
হেন ঘৃণিত ব্যাপার দেখেছ কি কভু?

কিন্তু সহ্যতার সীমা অতিক্রান্ত মম,
আর আমি নির্ব্বাক্ রহিতে নাহি পারি ;
যা হয় তা হ'বে, ধর্ম্মরাজ যেবা শাস্তি
দিন, অম্লান বদনে শিরোধার্য্য করি'
দণ্ড তাঁর করিব পালন। শুন তবে,
জলন্ত এ যাতনায় দগ্ধীভূত হ'য়ে—
কহিতেছি আমি ভীম জ্বলন্ত ভাষায়,
আপামর সাধারণে শুন মোর কথা ;—
এই নরাধম এই পশুর অধম
দুঃশাসনে, প্রকাণ্ড সমর-ক্ষেত্র মাঝে—
হৃদয় বিদীর্ণ করি এই নখাঘাতে,
প্রতপ্ত রক্তের স্রোতঃ অঞ্জলি অঞ্জলি
পান করি, মিটাইব প্রাণের এ জ্বালা।
ইথে যদি পণ-চ্যুত হইহে অক্ষম,
তবে আমি—আমি ভীমসেন, সত্য কহি,
পিতৃ-পৈতামহ গতি নাহি পাই যেন,
অচিরে নরকে যেন করি নিবসতি।"
ঘোর ঘন গণ্ডগোল উঠিল সভায় !
যেন দুঃশাসন ভয়ে হইয়া বিকল
দুঃশাসন আত্মীয় সকল, মনে মনে
দুঃশাসন-দুরবস্থা করিলা স্মরণ !
কিন্তু পাপী এত বড় নীচ নরাধম,
ভীমের প্রতিজ্ঞা বাণী শুনি, কিছুমাত্র
না হ'য়ে ব্যাকুল, ক্রমেই টানিছে বেগে
দ্রৌপদীর অঞ্চলাগ্রভাগ। কিন্তু মরি !
ধর্ম্মের আশ্চর্য্য মহিমায়, দুঃশাসন
পারিলনা বিবসনা করিতে কৃষ্ণারে ;
লজ্জার হুতাশে পাপী হতাশ হৃদয়ে—

সভামাঝে বসিল আরক্ত-নেত্র হ'য়ে।
তখন দুর্ব্বহ শোকে ক্রোধ-রক্তচোখে
অসীম ধীশক্তিশালী বিদুর ধীমান
উৎক্ষিপ্ত করিয়া বাহুদ্বয়, কহিলেন
সভ্যগণে যথাবিধি করি সম্বোধন ;—
"কি বোলে নীরবে আছ ওহে সভাজন !
কেমনে উপেক্ষা কর কৃষ্ণা-অপমান ?
সতী-শিরোমণি এই আদর্শ-ললনা
পতি-প্রাণা দ্রৌপদীর ন্যায়যুক্ত ভাষে—
কেহ কি উত্তর দানে না হ'লে সক্ষম ?
দুর্য্যোধন-ভ্রাতা ধন্য বিকর্ণ সুমতি !
যথাজ্ঞানে করিয়া বিচার, প্রশ্নভার
করিল অর্পণ এই সভাগণ প্রতি ;
কিন্তু হেন নাহিক সাহসী একজন,
দেয় এসে সদুত্তর বিকর্ণের ভাষে ?
বিচার সমাজে বসি বিচার্য্য বিষয়ে
সুবিচার উপেক্ষা করেছে যেই জন,
মিথ্যার অর্দ্ধেক ফল লভেনা সে মূঢ় ?
এ বিষয়ে শোন এক পুরাণ-কাহিনী ;—
'দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন—
কোন এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা হেতু,
অঙ্গিরা মুনির পুত্র সুধন্বার প্রতি
করিত অতীব উপদ্রব ; তারপরে
জ্যেষ্ঠতা কারণ দ্বন্দ্ব করিত সতত।
বয়সে যেজন জ্যেষ্ঠ হ'বে, সেই হ'বে
কন্যার নায়ক ; এই হেতু দুইজনে
কহিলা প্রহ্লাদ পাশে সুবিচার আসে ;—
'শুন শুন দৈত্যরাজ ! কর সুবিচার,

আমাদের উভয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ কোন্
জন? ত্বরায় করহ সুবিধান, জানি
আমি ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য তুমি; সত্য
যেবা করিয়া মীমাংসা, সদুত্তর দেহ
সাধুবর!" শুনি বিরোচন বাণী, ভয়ে
ভীত প্রহ্লাদ সুমতি, সুধন্বার প্রতি
করিলেন দৃষ্টিপাত সত্যের সন্ধানে।
রোষবশে কহিল সুধন্বা;—'হে প্রহ্লাদ!
ন্যায় সত্য করিয়া গোপন, অপ্রকৃত
অনৃত যদ্যপি তুমি কর সমাদর,
এখনি মস্তকে তব হ'বে বজ্রপাত;
নিসংশয় সর্ব্বনাশ হইবে তোমার!'
শুনিয়া সুধন্বা কথা, অতি ব্যথা পেয়ে
চলিলেন প্রহ্লাদ কশ্যপ সন্নিধানে।
কহিলেন করুণ বিষয়ে;—'মহাভাগ!
সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত তুমি,
বিষম সংশয় মোর নাশ সদাশয়!
মীমাংসা প্রার্থনা করি, কহ হে বিদ্বন্!
যে জন সত্যের অর্থ করিয়া গোপন,
জেনে শুনে মিথ্যার প্রশ্রয় করে দান,
পরজন্মে কোন্ লোক ভোগ্য হয় তার?
পরজন্মে কি পাপে সে হয় ফলভোগী?'
কহিলা কশ্যপ প্রাজ্ঞবর;—'হে ধার্ম্মিক!
কাম, ক্রোধ, লোভ হেতু যেই অবিচারী
প্রকৃত প্রশ্নের নাহি করে প্রত্যুত্তর,
মিথ্যা সাক্ষ্যে সত্যের প্রভাব করে দূর,
সহস্র বরুণ-পাশে হইয়া সংযত,
পরলোকে অতি দুখে হয় মহাদুখী;

প্রতি বর্ষে একপাশে করে মুক্তিলাভ।
অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে যদি পাপ উদ্দীপনে
উদ্দীপিত করে পাপানলে, ধর্ম্মের কি
ক্ষতি হ'বে তায় ? কিন্তু জেন'—সভ্যগণ !
অধর্ম্মের কলঙ্ক-কলুষ রেখাপাতে—
পাপী-জনে হয় নিন্দনীয়। প্রশ্ন শুনি'
যে জন সত্যের মর্ম্ম করিয়া গোপন
মিথ্যার প্রশ্রয় করে দান ; ইষ্ট, পূত-
কর্ম্ম ভ্রষ্ট হ'য়ে—অতি ঘোর দুখানলে
হ'য়ে দগ্ধীভূত, হয় সে তাপিত সদা।
দর্শন, শ্রবণ কিম্বা ধরিয়ে ধারনা,
সাধুজন হয় পুণ্যপ্রাণ ; এ বিষয়ে
মিথ্যার কলুষ যেবা করেছে মিশ্রিত,
এ ধরায় স্থান নাহি তার ; হে প্রহ্লাদ !
সত্যই ধর্ম্মের সার সত্যই ঈশ্বর !"
কশ্যপের বাক্য শুনি, ধীমান প্রহ্লাদ
কহিলেন বিরোচনে ;—"শুন পুত্রবর !
সুধন্বা প্রধান তোমা হ'তে, পিতৃদেব
তার অঙ্গিরা মহানুভব—শ্রেষ্ঠ আমা
হ'তে, তোমার জননী হ'তে শ্রেষ্ঠা তার
মাতা, সুধন্বা সকল অংশে শ্রেষ্ঠ তোমা
হ'তে, অতএব সুধন্বাই এই বাম-
লোচনার পতি, তুমি বৎস, ক্ষান্ত হও !"
সুধন্বা প্রণয়ামোদে হ'য়ে গদগদ,
কহিলা প্রহ্লাদে সদ্জ্ঞানে ;—"হে প্রহ্লাদ !
ধন্য তুমি, ধন্য তব সত্যতা রক্ষণ,
পুত্রস্নেহ দূরে পরিহরি, সত্যধর্ম্ম
করিয়া সম্মান, মিথ্যারে করিলে যবে

দূর পরাহত, প্রাণ ভরি আশীর্ব্বাদ
করি, পুত্র তব—প্রাণের নন্দন তব
শতবর্ষ এ ধরায় রহিবে জীবিত।'
 শুনিলে ত উপাখ্যান ওহে মতিমান্!
হে নর-প্রধান সুধিগণ! পুত্র-স্নেহ
অপকৃষ্ট সত্যনীতি হ'তে; তাই বলি
কৃষ্ণার করুণ-প্রশ্নে দিয়া সদুত্তর,
জীবশ্রেষ্ঠ নর নামে হও পরিচিত;
মনুষ্যত্ব দেখাও হে এ জন-সমাজে।"
 সভাস্থ পার্থিবগণ অপ্রফুল্ল-মুখে
বিরক্ত অসুখে আহা চাহি ভূমিপানে,
কিবা দিবে প্রত্যুত্তর? রহিল নির্ব্বাক্!
 মহাবীর্য্য-অভিমানী কর্ণ বীরমণি
দুঃশাসনে করি সম্বোধন, কহিলেন
প্রদীপ্ত বচনে;—"শুন শুন দুঃশাসন!
একটা সামান্য দাসী না হ'ল শাসিত—
তোমার এ নাগ-পাশ শাসনের গুণে?
কৃতবিদ্য হ'য়ে তুমি নারী-যন্ত্রী হয়ে
নারীরে না পারিলে করিতে বশীভূত?
আরে ছি! তোমায় ধিক্, আর কিবা হ'বে?
গণিকারে উলঙ্গ না করিতে পারিলে?
তবে আর কাজ কি তোমায়? তবে ল'য়ে
যাও দ্রৌপদীরে বিলাস মন্দিরে তার।
কলঙ্ক-শয্যায় শুয়ে ওই কলঙ্কিনী—
কলঙ্কিত-প্রাণে ভাবি রাজা দুর্য্যোধনে,
ইন্দ্রিয়-লালসা কাম চরিতার্থ করি
কৃতার্থ করুক আপনার! যাও যাও!
অবশ্যা বেশ্যার মুখ না চাহে দেখিতে

বিলাসী ইন্দ্রিয় কামীজনে।" শুনি এই
কর্ণের কলুষসিক্ত পাপময় বাণী,
পুনরায় দুঃশাসন রক্তিম-লোচনে,
হায়রে বেপথুমতি ত্রাসিতা হরিণী
পাণ্ডব-ঘরণী দ্রৌপদীর—সভামাঝে
আকর্ষিলা কটীবাস অতি ক্রুদ্ধমনে।
  হেন ঘোর অত্যাচার আর সহ্য হয়?
সাধ্বী-সতী পাঞ্চাল-নন্দিনী মহারোষে
কহিলেন তার-স্বরে জ্বলন্ত গৌরবে;—
"শুন শুন ছন্নমতি দুষ্ট দুঃশাসন!
যতক্ষণ আমার এ প্রশ্নের উত্তর
না পারিস্ করিতে দুর্ম্মতি! কোন্ নীতি-
অনুসারে পুনরায় আক্রমিস্ মোরে?
আজি এই কৌরব-সমাজ, সত্য সত্য
লাজহীন পশুপ্রায় অজ্ঞান নির্ব্বাক্!
শুন শুন সজ্জন-মণ্ডলি! বলি নাই
এতক্ষণ অপ্রিয় বচন; কিন্তু কহ,
কিবা মম অপরাধ? বল কত স'ব?
জাননা জাননা আরে নির্বীর নিষ্প্রাণ
নির্দ্দয় দুরাশয়গণ! যজ্ঞসেন-
নন্দিনী পাণ্ডব-রাজ্ঞী আর কভু কিহে
হ'য়েছিল নিপতিত সাধারণ লোক-
লোচনের পথে? মনে নাই? স্বয়ম্বর-
কালে লক্ষ লক্ষ ভূপাল-সত্তম, মাত্র
একবার দেখেছিল দ্রুপদ-সুতারে?
দুর্ব্বল শৃগালসম কাপুরুষদল
লক্ষ্য-ভেদে হ'য়ে পরাঙ্মুখ, ম্লানমুখে
সভয়ে পলাল বক্ত-পথে? পৃথিবীর

বীরগণে দেখেছিনু, ওহো—সেইকালে
মেষপ্রায় প্রাণ-ভয়ে ভীত !! আজি পুনঃ,
হায় হায় ! আজি পুনঃ কৌরব-সভায়
দেখিলাম সেই ভীরু কাপুরুষদল,
দেখিলাম তাহাদের মানসিক-বল।
রবির প্রখর কর, যার বর-বপু
স্পর্শিতে সদাই ভীত হয়েছে কুণ্ঠিত,
আজি সেই বরনারী পাণ্ডবের নারী—
সভামাঝে হইতেছে হেন অপমান ?
কি কহিব, ধিক্ প্রাণ—ধিক্ আর্য্যগণে !
যেই আদরিণী বামা পাণ্ডব-প্রেয়সী
গৃহমাঝে বায়ুস্পর্শে হয় ক্লিশ্যমানা,
আজি সে অনাথা প্রায় পথ-কাঙ্গালিনী—
নিপীড়িতা দুষ্ট-প্রাণ দুঃশাসন-করে !
না জানি প্রলয় কিবা হ'ল সন্নিকট ?
মহাপাপে পরিপূর্ণ হ'ল বসুন্ধরা ?
পাপ-ভরা আর কত ধরিবেন ধরা ?
যজ্ঞসেন-প্রিয়সুতা—ধৃষ্টদ্যুম্নানুজা—
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদরিণী সখী,
মহাবীর পাণ্ডবের অঙ্কলক্ষ্মী, যবে
হয় হে অপমানিতা সর্ব্বলোক মাঝে,
তবে বল আর্য্যের গৌরব কোথা আর ?
কৌরবের কুল-পরম্পরা ধর্ম্মনীতি,
আজি কি অতলনীরে হ'লনা বর্জ্জিত ?
অজাত-শত্রুর প্রিয়া দ্রৌপদী মহিষী
পুনরায় সবিনয়ে করে নিবেদন,
একজন কেহ যদি থাক নীতিমান,
তবে মোর ন্যায় প্রশ্নে দিয়া সদুত্তর,

আমার কর্ত্তব্য কিবা করিয়া বিধান,
সত্যধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম করহ পালন।”
শুনিয়া কৃষ্ণার এই সকরুণ-বাণী,
মহাজ্ঞানী মহামনা কুরু-চূড়ামণি
ভীষ্মদেব, কহিলেন খেদযুক্ত ভাষে ;—
“ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি জানিব কল্যাণি ?
বিজ্ঞজনে নিরূপিতে সদাই অক্ষম ;
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপথ জানি চিরদিন,
ধার্ম্মিকের পরাজয় নাহি এ সংসারে।
ধর্ম্মই ধার্ম্মিকে রক্ষা করে—জানিতাম
আমি চিরদিন ; কিন্তু হায় ! কেন নাহি
জানি, ধর্ম্ম আজ মৃতপ্রায় অধর্ম্মের
ছলে ; অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে আজি করিয়াছে
জয়। হেরি আজি অভিনব অধর্ম্মের
এ দুরন্ত উৎকট প্রভাব, অতি ভয়
উপজিত মনে ; কি সিদ্ধান্ত—কি নির্ণয়
করি, তোমার প্রশ্নের দিব সদুত্তর,
কম্পিত অন্তর মোর না পায় খুঁজিয়া।
কুরুকুলে হেরি এই আসুরী-প্রভাব,
হেরি যবে লোভ মোহে হেন বশীভূত,
হেন ঘৃণ্য পশ্বাচার প্রবুক্ত যথন,
আর রক্ষা নাহি তবে এই কুরুকুলে।
অচিরাৎ কুরু-বংশ হইবে উচ্ছেদ,
ভেদাভেদ বিচ্ছেদ বিরহ, অচিরাৎ
কুরুকুলে কৈবে অধিকার। ব্যভিচার,
হেন কদাচার, হেন শত্রুতা আচার,
সূচিত যথন এই মহা পুণ্যকুলে,
এখনো কি পারনা বুঝিতে হে সুশীলে !

ক্রমেই মৃত্যুর পথে এই দুর্য্যোধন
হইতেছে বেগে অগ্রসর? কি বলিব
আমি বরাননি! ভীষ্মের ভীষ্মত্ব ওহো—
এতদিনে নাশপ্রাপ্ত পাপ-সহবাসে।
আর কি আমাতে আমি আছি? বজ্রাহত
পর্ব্বতের শৃঙ্গ প্রায় হ'য়েছি নিশ্চল।
এই ধর্ম্মাচার্য্য বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য আদি
মহা মহা জ্ঞানবৃদ্ধগণে, জ্ঞানে মনে
আছে কি জীবিত ভাব দেবি? যেন
শূন্যদেহে সূক্ষ্মদেহে আছেন বসিয়া।
তোমার এ নীতিযুক্ত প্রকৃত প্রশ্নের
প্রত্যুত্তর, কার সাধ্য কে করে মীমাংসা?
যথায় পাপের জয় পাপের প্রশ্রয়,
ধর্ম্ম পুণ্য সত্যনীতি কি পারে করিতে?
অতএব শুন শুন হে পাণ্ডব-রাণি!
মহাজ্ঞানী পাণ্ডব-প্রধান যুধিষ্ঠিরে
দেহ তব এ প্রশ্নের ভার; যাহা হয়
করুন বিচার, তাঁহারি এ অধিকার।"
সভাস্থ সজ্জনগণে নীরব নির্ব্বাক্!
বিশেষতঃ ভীষ্মের এ শোকময় ভাষে—
রহিল আনত মুখে বাষ্পাকুল চোখে;
মূক মৌন সমাচ্ছন্ন হেরি সভাজনে,
কহিলেন জয়বান্ দুষ্ট-দুর্য্যোধন;—
"যুধিষ্ঠির কিবা জানে? কৃষ্ণার প্রশ্নের
কি উত্তর দিবে হেথা? কিবা শক্তি তার?
সে'ত ধীর-জ্ঞানে আপনা বিকায়ে, মম
পাশে হ'য়েছে বরিত, ও ত ভৃত্য মম!
আমার কথার'পরি কি কথা কহিবে?

তবে আমি এইমাত্র করিবারে পারি,
ওহে পাণ্ডবের নারি—পঞ্চের পতিনি!
যুধিষ্ঠির আর নাই, দেখ মৃতপ্রায়
সে এখন; তাই কহি, শুন যাজ্ঞসেনি!
ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবে
প্রাণ খুলে করহ জিজ্ঞাসা; এ প্রশ্নের
প্রকৃত উত্তর, ইহাদেরি নীচমুখে
শোভিবে উত্তম, তাহে নাহিক সংশয়।”
শুনি দুর্য্যোধন-বাণী কৌরব-পক্ষীয়
আপামর সাধারণে, উৎসুক নয়নে
চাহিলেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পানে,
নাহি জানি কি বলেন রাজা যুধিষ্ঠির!
হেনকালে মহাবলী পবন-নন্দন
বাহুদ্বয় করি উত্তোলন, বজ্রনাদে
দিক্‌দেশ করি প্রকম্পিত, কহিলেন
ভ্রুকুটী-কুটীল চোখে;—“শুনহ সকলে—
ভো ভো রাজন্য-সমাজ! কি বলিব, যদি
উদার-প্রকৃতি এই মহামতি ধর্ম্ম-
পরায়ণ ধার্ম্মিকের চূড়ামণি রাজা
যুধিষ্ঠির না হ’তেন প্রাণের ঈশ্বর,
না হ’তেন প্রভু আমা সবাকার; হায়!
পুণ্য ধর্ম্ম তপস্যা-প্রভাব করিয়াছি
সকলি অর্পণ, তিনি যদি পরাজিত
ভাবেন আপনে, তবে আর আমাদের
কিবা শক্তি গতি? আমরাও পরাজিত!
কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব যদি থাকিত আমার,
তবে কি এ দুরাত্মা নিকৃষ্ট দুঃশাসন
পারিত রে পাঞ্চালীর কেশ আকর্ষিতে?

তা হ'লে কি সর্ব্বলোক সমক্ষে দুর্ম্মতি
পারিত রে দ্রৌপদীর বসন হরিতে ?
এখনো পাপাত্মা তবে রহে কি জীবিত ?
কিন্তু হায় ! কি করিব, হ'য়েছি আবদ্ধ
ধর্ম্মপাশে ; হস্ত পদ সংবদ্ধ আমার ;
এই হেতু ভীমের ভীষণ ভুজবল,
ওহে সভাস্থ সকল ! প্রত্যক্ষ হ'লনা
কার' ; একবার কটাক্ষে যদ্যপি মহা-
পূজ্য ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি মোরে,
তা হ'লে মৃগেন্দ্র যথা দুর্ব্বল শশকে—
মাত্র নখাঘাতে করে জীবন সংহার,
তেমতি পলক মাঝে অবলীলাক্রমে
কুরুকুল করিতাম সমূলে নির্ম্মূল।
যে ব্যথা যন্ত্রণানলে প্রাণ দগ্ধীভূত,
করিতাম ভস্মীভূত সেই দীপ্তানলে।"
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি, বীর্য্য অভিমানী
কহিলেন অঙ্গ-নৃপমণি ;—"থাক্ থাক্,
যত কিছু পাণ্ডবের বীরত্ব বড়াই,
অবিদিত কিছু নাই এ লোক-সমাজে !
দাম্ভিক এ দ্বিতীয়-পাণ্ডব, মুখে বল
যত তার ! যত কিছু পৌরুষ গৌরব,
যাহা কিছু আস্ফালন—বাহু আস্ফোটন,
মহামূর্খ হস্তীর সমান ভাবি সদা।
হেন একাগ্রতা যদি থাকিত পাণ্ডবে,
তবে কি কৃষ্ণার অপমান পূর্ণজ্ঞানে
করিত দর্শন—জ্ঞানহীন এ পামর ?
তাই বলি, শুন শুন দ্রুপদ-নন্দিনি !
এই মহাসভামাঝে ভীষ্ম ও বিদুর,

দ্রোণাচার্য্য আদি মহাজ্ঞানী, কেহ ন'ন
নির্ব্বোধ পাণ্ডব সম ; স্বীয় অন্নদাতা
প্রভুজনে স্পষ্টভাব করেন প্রকাশ।
আপনার ধনমান করিতে রক্ষণ,
অতি যত্নে করেন সাধন। কিন্তু জেন'
অকারণ নাহি ব্যয় করেন কখন।
যেহেতু দাসের পত্নী তুমি, সর্ব্বোপরি
একান্ত অধীন তুমি প্রভুর চরণে।
এখনো কি স্পষ্টভাবে করিব প্রকাশ,
কি বিকাশ কৌরব অন্তরে ? যদি চাহ
আপন কল্যাণ, শোন কমল-বয়ান !
কৌরব-কিঙ্করী হ'য়ে—কৌরব-ভবনে
দাসীভাবে সাবধানে করহ প্রবেশ।
বুদ্ধিমতী তুমি ধীরা যৌবন-শালিনী,
ভাব কিহে এখনো পাণ্ডব-প্রণয়িনী ?
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন আদি পঞ্চভ্রাতা,
এখনো তোমার ভর্ত্তা তব অনুগত ?
পুনরায় বলি তোমা শোনহে পাঞ্চালি !
যদি চাহ শুভ আপনার, পঞ্চজনে
আরনা বিলাও প্রেম যৌবন-রতন।
পাঁচজনে করি প্রত্যাখ্যান, ইচ্ছা যারে—
তারি করে সঁপহ পরাণ। আর কেন,
এখনো যৌবন রাখ একজনে ল'য়ে।"
অতি রোষ-কষায়িত রক্তিম-লোচনে
দাবদগ্ধ সিংহসম ক্রুদ্ধ ভীমসেন,
কহিলেন যুধিষ্ঠিরে ;—"ওহো ধর্ম্মরাজ !
সুত-পুত্র এই হীন দুর্য্যোধন-সখা
এখনো কি পারিত তিষ্ঠিতে, যদি তুমি

স্বেচ্ছায় দাসত্ব-জালে না হ'তে জড়িত ?
এখনো কি ওই পাপী মূর্খ নরাধম—
ভীমের সম্মুখে পারিত হে উত্তোলন
করিতে তাহার পাপমুখ ? বুক যায়—
প্রাণ যায় অসহ্য এ নীচ ব্যবহারে !
কি বলিব, ধিক্ ধিক্ তুমি ধর্ম্মরাজ !
পাঞ্চালীরে এই কাল দুরোদর-মুখে
যদি নাহি করিতে বর্জ্জন, তবে কিহে—
হস্ত পদ বদ্ধ হ'ত আজি ভীমসেন ?"
অট্টহাসে কহিল পিশাচ দুর্য্যোধন ;—
"বৃথা আর অগ্নির প্রভাব, সমীরণ
আর নাহি হইবে সহায় ভীমসেন !
নির্ব্বাপিত ক্ষীণ হীন অঙ্গারের প্রায়,
বৃথা আর আস্ফালন তোমার পাণ্ডব !
এখনো কি না কর স্বীকার যুধিষ্ঠির !
সর্ব্বস্ব লইয়ে তুমি আপনা বিক্রীত
মম পদে ? নহ কিহে কৌরব-কিঙ্কর ?
নহে কি কিঙ্করী যাজ্ঞসেনী ? সে কি আর
পাণ্ডব-সেবিকা—পাণ্ডব-আশ্রিতা ? সে কি
নগণ্যা পথের ধূলি প্রায় স্বৈরিণীর
চেয়ে—অপকৃষ্ট নহে এ সমাজে ? সে কি
এখনো পঞ্চের রত্ন বলি আপনায়
উচ্চে তোলে মহত্ত্ব-শিখরে ? হা নির্ব্বোধ !
বেশ্যারেও একদিন পারি আদরিতে ;
পথের ঘৃণিতা নারী, সেও একদিন
হয় হে আদরণীয়া দুর্য্যোধন কাছে ;
কিন্তু এই সাধারণী—পণ-বিবর্জ্জিতা
অনাদর উপেক্ষিতা দ্রুপদ-ঝিয়ারী,

কোন রূপে কোন গুণে না পারে ভুলাতে
গুণবান কৌরব-ঈশ্বরে। মায়াবিনী,
অনায়াস-লভ্যা এই ঘৃণিতা স্বৈরিণী,
অতিমাত্র রতার্থিনী বলি'—হ'তে পারে
সময় বিশেষে আদরের। উচ্চভোগী
ইন্দ্রিয়-সেবক মহাজন, ভাবে যথা
মনোময়ী উপপতিনীরে, সেই মত
সেই ভাবে বলি—জ্বলি প্রবৃত্তি-পাবকে,
শুন শুন সুকেশিনি দ্রুপদ-নন্দিনি!
অতিমাত্র অভিলাষে প্রেম পরিতোষে—
এস এস এই মোর করী-শুণ্ড-নিভ
সুদর্শন উরুদেশে; কৃতার্থ মানিবে
আপনায়, নারীজন্ম করিবে সার্থক।"
দেখাইল উরুদেশ মূর্খ দুর্য্যোধন!
লজ্জায় সভাস্থগণ নিমীলিল আঁখি;
ধরণীর ধূলি হ'য়ে লুটাল দ্রৌপদী
অপমানে! উচ্চহাসি হাসিল রাধেয়!
মহাক্রোধে মহাবলী কম্পিত শরীর—
দিঙ্মণ্ডল করিয়া ধ্বনিত, বজ্রনাদে
কহিলেন দ্বিতীয়-পাণ্ডব;—"শুন শুন
হে পার্থিবগণ! ভীমসেন করে মহা-
পণ, প্রকাশ্য সমর স্থলে যদি এই
নরাধমে করিয়া দমন—ওই পাপ
উরুদেশ না করি ভঞ্জন গদাঘাতে,
তবে আমি অন্তে যেন না পাই সদ্গতি—
না হয় বসতি মোর পিতৃগণ সনে।"
দহ্যমান সে বিরাট মহাকায় হ'তে—
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ রাশি করিয়া প্রকাশ,

অতিক্রোধে কম্পান্বিত হৈলা ভীমসেন।
কহিলেন ম্লানমুখে সন্তপ্ত বিদুর ;—
"ভীমের অমোঘ এই প্রতিজ্ঞা বচন,
শুনিলে ত' ওহে ধীর রাজন্য-সমাজ ?
এতদিনে বুঝিলাম, দৈব-প্রতিকূলে
কুরুকুল হইল পতিত। হায়! আর
রক্ষা কোথা ? যোগক্ষেম হইল অন্তর ;
কুমন্ত্রণা-পরতন্ত্র দুষ্ট দুর্য্যোধন
এতদিনে সমস্ত সংসার ল'য়ে—ওহো!
মরণের পথে ক্রমে কৈলা অগ্রসর।
দ্রৌপদীর অপমান আর কি নয়নে
দেখা যায় ? সহ্য হয় হেন অত্যাচার ?
আত্ম-পরাজয় পূর্ব্বে যদি ধর্ম্মরাজ
রাখিতেন পণ পাঞ্চালীরে ; তবে বটে
যুধিষ্ঠির-পণ রক্ষা হইত প্রকৃত।
কিন্তু অনীশ্বর কাছে বিজিত রতন,
স্বপ্নার্জ্জিত রত্নপ্রায় হইল নিষ্ফল।
অতএব শুন ভো—ভো—পার্থিব-নিকর!
শকুনির কার্য্যে যেন হইয়া সম্মত,
এ কুমত করিওনা কেহ ; ধর্ম্মচ্যুত
এহেন নৃশংস কার্য্য নহে ধার্ম্মিকের।"
বিদুরের নীতিবাক্য করি অবহেলা,
কহিলেন দুর্য্যোধন শ্লেষ হাস্যমুখে ;—
"এত কেন কথার সূচনা ? এত কেন
রঞ্জিত বর্ণনা এই লোকেন্দ্র-সমাজে ?
কে শোনে বিদুর বাক্য কি ফল তাহায় ?
ওহে যাজ্ঞসেনি! শুন যা বলি তোমায় ;
তব স্বামীগণ মুখে শুনিলাম যাহা,

সে বিষয়ে একমত আমি। যুধিষ্ঠির
না যদি ঈশ্বর প্রভু তোমা সবাকার,
যদি তোমাদের বল করিয়া সহায়
দ্রৌপদীরে করেন উদ্ধার! ক্ষতি কিবা?
সবার সমক্ষে যদি করহ প্রকাশ,
'যুধিষ্ঠির আমাদের ন'ন অধীশ্বর,'
কৃষ্ণারে দাসীত্ব হ'তে করিব মোচন।"
এইরূপ চলিতেছে কথোপকথন,
হেনকালে পাণ্ডবের অগ্নিহোত্র-গৃহে—
অতীব কঠোরস্বরে গোমায়ু গর্দ্দভ
ফেরুপাল, কাতরে তুলিল হাহাকার।
পক্ষ-বিধূনন শব্দ অস্ফুট আরাবে
কাঁদে যেন সভার আকাশে,—হা হতোস্মি—
ভয়ঙ্কর তীব্র আর্ত্তনাদ কোথা হ'তে
আসে যেন অবরুদ্ধ স্রোতে! তত্ত্বজ্ঞানী
বিদুর ধীমান, পুত্রপ্রাণা সৌবলেয়ী
কুরু-কুলেশ্বরী, ভীষণ অশিব-নাদ
শুনি, আহা প্রাণে প্রাণে হইলা কম্পিতা!
স্বস্তিবাদ তুলিলেন দ্রোণ। শান্তনব,
কৃপ আদি কুরুগুরুগণ—ঘোরতর
উৎপাত দর্শনে, সকাতরে নিবেদিলা
জয়লুব্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-পদে।
তখন সংক্ষুব্ধ চিতে কুরু-কুলপতি
কহিলেন দুর্য্যোধনে অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ;—
"আরে আরে দুর্ব্বিনীত দুষ্ট দুর্য্যোধন!
এতদূর মোহমত্ত ধর্ম্ম জ্ঞানহীন,
কুরু-কুল-বধূরে এহেন অপমান?
বিশেষতঃ পাণ্ডবের এই সাধ্বী-সতী

পতিব্রতা দ্রুপদ-সুতারে, পশুপ্রায়
উলঙ্গ করিতে চাস্ এই সভামাঝে ?
ধিক্ তুই কুরুকুল-কলঙ্ক দুর্ম্মতি !
লক্ষ্মী স্বরূপিণী ওমা দ্রুপদ-তনয়ে !
ক্ষমা কর এ অধম ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে ;
সবংশে বিনষ্ট হব তব কোপানলে !
যা হবার হ'য়ে গেছে ক্ষমা কর সতি !
আর মাতঃ, অশ্রুজল ক'রনা বর্ষণ,
ভস্মীভূত হবে মম সাধের হস্তিনা।
কি দিলে তোমার ক্রোধ হয় নিবারিত,
অবিলম্বে করহ প্রকাশ বধূমাতা !
কি অভীষ্ট বরদানে তুষি মা তোমায় ?"
কহিলা পাঞ্চালী সতী অতি ভক্তিভরে ;—
"ধর্ম্মজ্ঞ তুমিহে ধর্ম্মরাজ ! কোটী কোটী
প্রণতি ধরহ এ দাসীর। যদি প্রভু,
হওহে প্রসন্ন অনাথ পাণ্ডব প্রতি,
এই বর দেহ নরবর ! ধর্ম্মাত্মজ
ধর্ম্ম-অবতার যুধিষ্ঠিরে, অবিলম্বে
[illegible] করুন মোচন।
[illegible] নরশ্রেষ্ঠ মহাজনে,
তব পুত্রগণ যেন কিঙ্কর ভাবিয়ে
আর না অবজ্ঞা-চোখে করেন দর্শন।
[illegible] প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরাত্মজ,
হয়না নিকৃষ্ট কভু দাস-পুত্র বলে।"
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র অতি হৃষ্টমনে ;—
"হে কল্যাণি ! সর্ব্ববিধ ধরহ কল্যাণ।
উৎকৃষ্ট বাসনা তব হউক সফল,
প্রাণ খুলি এই বর করিনু প্রদান।

অতঃপর আর কিবা করহ প্রার্থনা,
লহ অন্ত শুভবর হে বর-বর্ণিনি!"
কহিলা দ্রৌপদী নিম্নমুখে;—"মহাত্মন্!
এত যদি কৃপাবান্ কিঙ্করীর প্রতি,
ধর মম নিবেদন কুরু-কুলপতি!
স-রথ, স-শরাসন বীর ভীমার্জ্জুন,
সহদেব, নকুলের দাসত্ব মোচনে
করুন আদেশ দান তব পুত্রগণে!"
"তথাস্তু, স্বীকৃত আমি বচনে তোমার।"
এত বলি দুইবর করিলা প্রদান।
পুনরায় কহিলেন কুরুকুল-রাজ;—
"শুন শুন দ্রুপদ-নন্দিনি! পতিব্রতা
পতিরতা পতিকুল-হিতৈষিণী তুমি;
বড় তুষ্ট করিলে আমায় বরাননে!
পুনশ্চ তৃতীয় বর করহ প্রার্থনা;
দুই বরে তোমার কি হয় মা সৎকার?
ধর্ম্ম-আচারিণী ওমা ধার্ম্মিকা সুশীলে!
পুত্রবধূগণ মাঝে শশীরূপা তুমি।"
কহিলা দ্রৌপদী দেবী সদর্থ বিচারি';—
"লালসাই চির ধর্ম্ম-বিনাশের হেতু,
অধর্ম্মের কেতু লোভ; তাই পূজ্যপাদ!
আর বরে কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
যোগ্যা নহি তিনবরে আমি কদাচন;
শুনেছি পণ্ডিত-মুখে, বৈশ্য একবর,
ক্ষত্রিয়ানী দুইবর, রাজা তিনবর,
দ্বিজগণ শতবর পারে লভিবারে।
করুণা-কটাক্ষে তব, মম পতিগণ
এ দারুণ পঙ্ক হ'তে হইলা উদ্ধৃত।

এ অপেক্ষা আর শুভ নাহিক আমার।”
কৃষ্ণার করুণ-কথা শুনিয়া সমাজ,
শত শত সাধুবাদ করিলা প্রদান ;
আনন্দে উৎফুল্ল সবে পাণ্ডব-মুক্তিতে।
কহিলা রাধেয় কটুভাষে ;—“বেশ বেশ !
হ’ল ভাল, হ’ল ভাল, ওহে কুরুরাজ !
পাণ্ডবের কর্ণধার দ্রৌপদী রূপসী ;
এতদিনে পূর্ণরূপে পাইনু প্রমাণ।
পাণ্ডব অতল গর্ভে ছিলা নিমগন,
পত্নী হ’য়ে পাঞ্চালী সুন্দরী, মরি মরি !
পঞ্চস্বামী বক্ষে ধরি’ কৈল উত্তোলন ;
অদ্ভুত ধরম বটে—অদ্ভুত করম !”
দুর্ব্বিসহ বাক্যবাণে বিদ্ধ ভীমসেন,
অতি খেদে অতি কষ্টে কহিলা অর্জ্জুনে ;—
“ছি ছি ধিক্ ! নারী আজ পাণ্ডবের গতি ?
পাণ্ডব লভিলা ত্রাণ রমণী হইতে ?
দেবলের বাণী স্মর’ আজ ধনঞ্জয় !
অপবিত্র গতপ্রাণ হইলে পুরুষ—
পরিত্যক্ত হয় যদি জ্ঞাতিগণ হ’তে,
কর্ম্ম, বিদ্যা, অপত্য, ত্রিবিধ জ্যোতিঃ আসি
সেই গতপ্রাণ জনে করে সহায়তা।
কিন্তু হায় ! আমাদের প্রাণের পাঞ্চালী,
হইলা লাঞ্ছিতা আজি দুঃশাসন-করে ?
নিশ্চয় জানিও রে অর্জ্জুন ! আজি হ’তে
অপত্যের জ্যোতিঃ হ’তে হইনু স্খলিত।”
কহিলা অর্জ্জুন অতি বিনীত সুভাষে ;—
“ক্ষান্ত হ’ন দ্বিতীয়-পাণ্ডব ! হীনজন
যত কিছু নীচভাষে করুক উত্তর,

শ্রেষ্ঠজন সে কারণে না করে জল্পনা ;
সৎকার্য্যে মতি গতি যার, সে কথন
অধম শত্রুর প্রতি না করে শত্রুতা !”
এ কথায় ভীমসেন পারে কি রোধিতে
রোষানল ? মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টি ঊর্দ্ধভাগে,
অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত ! অতি রোষবশে—
সধূম-স্ফুলিঙ্গ উঠে দেহরন্ধ্র হ’তে !
প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা হয় বহির্গত !
ভ্রুকুটী-কুটীল ভয়ঙ্কর নেত্রযুগ !
কল্পান্ত-কালীন যেন কৃতান্তের প্রায়
অতি উগ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলা পাবনী।
তখন অজাত-শত্রু ধর্ম্ম-অবতার
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পবিত্র-হৃদয়ে
পবিত্র হৃদয় মাঝে করি আলিঙ্গন
ভীমসেনে, রোষানল করিলা নির্ব্বাণ।
কহিলেন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পদে ;—
“অনুমতি কর প্রভু কিঙ্করের প্রতি,
কি কার্য্য সাধিব তব ? কহ ভক্তজনে।
পাণ্ডব-ঈশ্বর তুমি পাণ্ডবের প্রভু,
বড় সাধ চিরদিন রহি তব সনে ;
বশীভূত কর, দীন এ সন্তানগণে।”
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ;—
“ধরহ কল্যাণ বৎস, হে কল্যাণময় !
শান্তশীল সুধীর সুশীল যুধিষ্ঠির !
সদলে গমন কর ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরে।
অপহৃত ধনরত্ন করিয়া উদ্ধার,
নির্ব্বিরোধ নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ স্বভাবে—
ধর্ম্মরাজ্য করহ পালন ধর্ম্মবীর !

ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি তুমিই বুঝেছ
ধর্ম্মাত্মন্! অতি সাধু তুমি সহৃদয়,
অশেষ কল্যাণ হ'বে নাহিক সংশয়।
সৎবুদ্ধি মস্তিষ্কে যাহার বিরাজিত,
জে'ন মনে, ক্ষমা তার আয়ত্ত-অধীন।
অনুদিন ক্ষমাশীল হ'য়ে—রক্ষা কর
আপনায়, রক্ষা কর জগত সংসার।
অধম পুরুষ যেবা, বিসম্বাদ-স্থলে
সদাই পরুষ-বাক্য করেহে প্রয়োগ।
এই হেতু জয়লব্ধ হয়না কদাপি;
কি আর কহিব বৎস! অতি মর্ম্মব্যথা
পাইলাম আজি দুর্য্যোধন-দুরাচারে!
তাই বলি, ভাই বলি' ক্ষমহ তাহারে।
সে অতি নির্ব্বোধ শিশুমতি, পারিষদ
তেমতি কুটীলমতি; তাই বৎস, হেন
অসম্ভব অঘট-ঘটন ঘটিলরে—
এই আজি পুণ্য-প্রাণ কৌরবী-সভায়!
নিজ উদারতা গুণে ক্ষমহ আমারে,
তোমার জননী স্বরূপিণী গান্ধারীরে।
দ্যূতক্রীড়া ছিলনা আমার অভিমত,
সর্ব্বদাই উপেক্ষিত ছিল মম কাছে;
বলাবল পরীক্ষার তরে শুধু খেলা।
যা হবার হ'য়ে গেছে ক'রনা স্মরণ,
প্রতিশোধ নিওনা কখন বাছাধন!
তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সনাতন;
সহ ধৈর্য্যগুণ ধনঞ্জয়ে, বৃকোদরে
অতুল পুরুষকার ভীম পরাক্রম,
স্তব্ধতা নকুলে, সহদেবে গুরুসেবা—

সদাই লক্ষিত বৎস, এ ভারত মাঝে।
আর বৃথা কালক্ষেপ না করি হেথায়,
ত্বরায় প্রস্থান কর ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে—
পত্নী ভ্রাতৃগণ সনে হইয়া বেষ্টিত ;
সর্ব্বদা ঈশ্বর তব করুন কল্যাণ !"

"বস্ত্র-হরণ" সমাপ্ত।

শ্রীমহাভারত-নামক নাট্যকাব্যে সভাপর্ব্বান্তর্গত
"দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়" সমাপ্ত।

অনুদ্যূতপর্ব্বাধ্যায়।

পুনর্দ্যূত-প্রস্তাব।

জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় ;—"কহ তপোধন!
হৃতরত্ন পুনঃপ্রাপ্ত পাণ্ডু-পুত্রগণ
লভি শুভাশীষ অন্ধরাজার সকাশে—
ফিরিলা স্ববাসে যবে, দুষ্ট দুর্য্যোধন
অতঃপর কি করিলা স্বদল সংহতি ?
পাণ্ডবের পুনরভ্যুদয়ে, কোন্ মন্ত্র—
পুনঃ কোন্ দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে,
সুশীল পাণ্ডবগণে কৈলা রাজ্যচ্যুত ?
স্বরূপ বর্ণনা করি, ঘুচাও আমার
অতিমাত্র মনঃ কৌতূহল ? হায় হায়!
এমনি বিধির লিপি সুধীর-ললাটে ?"
বৈশম্পায়ন ক'ন ;—"শুন হে রাজন্!
যখন হেরিল দুঃশাসন, পিতা তার
করুণায় অভিষিক্ত সহৃদয় হ'য়ে—
সভ্রাতৃ সপত্নী যুধিষ্ঠিরে, সমুদায়
রাজ্যসনে দিলা মুক্তিদান, করাঘাত
করি বক্ষঃস্থলে, মুখে তুলি হাহাকার,—
দ্রুতপদে পশিল সে দুর্য্যোধনাগারে!
কহিলা দুর্ম্মতি মর্ম্মান্তিক দুঃখভরে ;—
"গেল—গেল—সব গেল, সর্ব্বনাশ হ'ল!
আর রক্ষা নাহি কুরুকুলে!! হায় হায়!
এত ক্লেশ এত যত্ন এত পরিশ্রমে—

এত যে বিপুল বিত্ত লইনু হরিয়া,
এমন যে দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণে—
বিবস্ত্রা করিনু প্রায় সভার মাঝারে,
এতই যে হতমান করিনু বৈরীর,
সকলি বিফল হ'ল ? সব ভেসে গেল ?
হায়রে ! অদূরদর্শী অন্ধ-পিতা হেতু,
এত মনঃক্ষোভ একি সহ্য হয় ভ্রাতঃ ?
সেই কাম-কামিনী-চঞ্চলা পাঞ্চালীর
মাত্র একবিন্দু অশ্রুনীরে, তিতিলেন
মম পিতা অন্ধরাজ কুরু-কুলপতি ?
এ হ'তে অশিব আর কি আছে জগতে ?
সকলি কি শত্রুমুখে কৈলা প্রত্যর্পণ ?
এতই যে পরামর্শ—এত যে কৌশল,
সকলি নিস্ফল হ'ল ? ছি ছি ধিক্ মোরে !"
শুনিয়া কঠোর-বাণী দুঃশাসন-মুখে,
অভিমান-পরতন্ত্র নিতান্ত অধীর
চিতে, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির সনে
অতিদ্রুত গমনে—অসীম মনোবেগে
পশিলেন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাশে !
অতীব বিনীত ভাবে তীব্র দীর্ঘশ্বাসে,
ফণি-ফণ্ণ উচ্চশিরে অতি তীব্রস্বরে
কহিলা সজোরে দুর্য্যোধন ;—"মহারাজ !
এত নাহি জানিতাম, অনভিজ্ঞ হেন
নীতিশাস্ত্রে তুমি নীতিমান্ ! জ্ঞানহীন
হেন তুমি ? হায় হায় ! মনে ভাব দেখি,
দেবকুল-পুরোহিত বৃহস্পতি ঋষি,
দেবশ্রেষ্ঠ পুরন্দরে উপদেশ ছলে—
কি কথায় ক'রেছিল অতি-সাবধান ?

ধিক্ প্রাণ! দুর্য্যোধন তোমারে বুঝায়?
শক্র-নিসূদন তুমি বীর-কুলমণি!
জাননাকি, যে কোন উপায়ে—বৈরীপ্রতি
করিবে অহিতাচার? 'পাণ্ডব-সংহার'
এ ব্রত কি নহে পিতঃ উচিত তোমার?
কি ব'লে আবার তারে রাজৈশ্বর্য্য সনে—
সমস্ত করিলে প্রত্যাহার? এ তোমার
কি বিচার প্রভু? একবার ভাবিছনা
মনে, উত্তেজিত দুরন্ত-পাণ্ডব—কিবা
শৌর্য্য বীর্য্যসনে আক্রমিবে—তোমার এ
অসহায় দুর্ব্বল সন্তানে? কৃপা করি
কহ অকৃতি এ দুর্য্যোধনে, যদি মোরা
পাণ্ডবের জয়লব্ধ ধনরত্ন বলে—
পৃথিবীর মহীপালগণে—মহারণে
করি নিমন্ত্রণ, কি ক্ষতি তাহায় তব?
এ কথাত জান বিজ্ঞবর! ক্রোধান্বিত
প্রাণ ভয়ে আক্রমনোদ্যত ভুজঙ্গমে
রাখি পৃষ্ঠদেশে, কে কোথায় লভে ত্রাণ?
আশীবিষ-বিষাদ্রিত প্রচণ্ড-পাণ্ডব,
কুরুকুল নাশ হেতু সাজিছে সদলে;
কি ব'লে এহেন বৈরী দিলে মুক্তিদান?
এইমাত্র শুনিলাম, বীর ধনঞ্জয়
গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ করিয়া ধারণ,
ক্রোধবশে রণস্থলে হয় আগুয়ান।
সেই মহা গুর্ব্বী-গদা করিয়া ধারণ
ভীমসেন কালসম ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম—
তপ্ত-শ্বাস হলাহল করি উদ্গীরণ
হস্তিনা সমূলে উৎপাটিতে, ওই আসে,